আহসান মঞ্জিল জাদুঘর

পরিচিতি

আহসান মঞ্জিল জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি শাখা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আহসানুল্লাহ রোড, নওয়াব বাড়ি, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।
ফোন : ৭৩৯১১২২, ৭৩৯৩৮৬৬

CamScanner

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১২

মূল্য
২০ (বিশ) টাকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(জন্ম : ১৭ মার্চ ১৯২০, মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ঢাকা নওয়াব পরিবারের উত্তরসূরিরা আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ নিলামে বিক্রির পরিকল্পনা করে। সরকারের ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিলামে বিক্রির প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পেশ করা হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু আহসান মঞ্জিলের স্থাপত্য সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭৪ সালে ২ নভেম্বর এটি নিলামে বিক্রির প্রস্তাব নাকচ করে দেন। বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশে জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর দরদ এবং জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়ার মত বিচক্ষণতার দিকটা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তাঁর দেয়া উক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আহসান মঞ্জিল বিলীন হওয়ার পরিবর্তে ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে সরকারিভাবে অধিগ্রহণ ও সংরক্ষিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় আসতে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আদেশ পত্রে লিখেছিলেন :

> ‘আহসান মঞ্জিল নিলামে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব দেখিলাম। নিলামে বিক্রয় করিবার মূল কারণ ঢাকা নওয়াব পরিবারের সদস্যবৃন্দের কাছ হইতে সরকারের পাওনা আদায় করা ও বিক্রয়লব্ধ টাকার বাকি অংশ তাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের অর্থ কষ্ট লাঘব করা। আহসান মঞ্জিলের ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিয়া উহাকে সংরক্ষণ করা সমীচিন বলিয়া মনে হয়। ঢাকা মিউজিয়াম ও পর্যটন কর্পোরেশনের প্রস্তাব দুইটা সমন্বিত করিয়া হয়ত একটি সাধারণ প্রকল্প তৈরী করা যাইতে পারে, যাহার মাধ্যমে আহসান মঞ্জিল বর্তমান অবস্থায় সংরক্ষিত হইতে পারে এবং উহাকে ভ্রমণকারীদের জন্যে একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত করা যাইতে পারে।
>
> উপরোক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের সহিত পুনরায় আলোচনা করিয়া একটি প্রকল্প তৈরী করা যাইতে পারে। ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহাও হিসাব করা হউক। প্রস্তাবটা সত্বর আমার অবগতি ও অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে।’

স্বাক্ষর : শেখ মুজিব
শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী
২/১১/৭৪

CamScanner

আহসান মঞ্জিল জাদুঘর

পটভূমি

বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে পুরনো ঢাকার ইসলামপুর এলাকায় আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। এটি ব্রিটিশ ভারতের উপাধিপ্রাপ্ত ঢাকার নওয়াব পরিবারের বাস ভবন ও সদর কাচারি ছিল। অনবদ্য অলঙ্করণ সমৃদ্ধ সুরম্য এ ভবনটি ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন। ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের বহু স্মরণীয় ঘটনাসহ অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের স্মৃতি বিজড়িত প্রাসাদ ভবন 'আহসান মঞ্জিল'। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আহসান মঞ্জিলেই গৃহীত হয়েছে। ঢাকার নওয়াবদের দানে সর্বপ্রথম ফিল্টার শোধিত পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে আধুনিক ঢাকার গোড়াপত্তন ঘটে। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এ ভবনে নওয়াবদের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। এ সব কারণে ইতিহাসে আহসান মঞ্জিল বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

'আহসান মঞ্জিলের সংস্কার, সৌন্দর্যবর্ধন ও জাদুঘরে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরম্ভ হয় ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ও স্থাপত্য নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিল ভবনটির সংস্কার করে জাদুঘরে রূপান্তর করা এবং প্রাসাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবনটির পারিপার্শ্বিক এলাকার উন্নয়ন করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন এ প্রকল্পের নির্বাহী সংস্থা ছিল বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওপর যৌথভাবে ন্যস্ত ছিল। সংস্কার ও সংরক্ষণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নিদর্শন সংগ্রহ ও প্রদর্শনী উপস্থাপনের মাধ্যমে জাদুঘরে রূপান্তরের কাজ সম্পাদন করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। ১৯৯২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

আহসান মঞ্জিল জাদুঘর ভবন

CS CamScanner

খাজা আলীমুল্লাহর বাড়ি, ১৮৩০'র দশক

আহসান মঞ্জিলের ইতিহাস

আঠার শতকের প্রথমদিকে জালালপুর পরগণার (বর্তমান ফরিদপুর-বরিশাল) জমিদার শেখ ইনায়েতউল্লাহ আহসান মঞ্জিলের স্থানে এক বাগান বাড়ি তৈরি করেন। শেখ ইনায়েতউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শেখ মতিউল্লাহ সেটি ফরাসী বণিকদের নিকট বিক্রি করে দেন। ফরাসীরা এখানে তাদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। নওয়াব আবদুল গনির পিতা খাজা আলীমুল্লাহ ১৮৩০ সালে ফরাসীদের নিকট থেকে কুঠিটি ক্রয় পূর্বক সংস্কারের মাধ্যমে নিজ বাসভবনের উপযোগী করেন। পরবর্তীতে এর আকৃতি অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে পুরনো সে ভবনের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। নওয়াব আবদুল গনি ১৮৬৯ সালে প্রাসাদটি পুন:নির্মাণ করেন এবং প্রিয় পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করেন 'আহসান মঞ্জিল'। ১৮৮৮ সালে ৭ এপ্রিল প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পুরো আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত আহসান মঞ্জিল পুন:নির্মাণের সময় বর্তমান উঁচু গম্বুজটি সংযোজন করা হয়। সে আমলে ঢাকায় আহসান মঞ্জিলের মতো এত জাঁকালো ভবন আর ছিল না। এর প্রাসাদোপরি গম্বুজটি শহরের অন্যতম উঁচু চূড়া হওয়ায় তা বহুদূর থেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

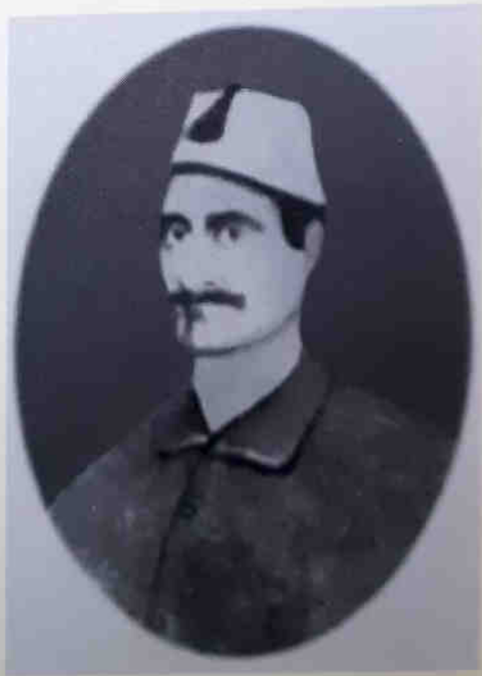

খাজা আলীমুল্লাহ
(জন্ম : ? মৃত্যু : ১৮৫৪)

উনিশ শতকে ঢাকায় নির্মিত ইমারতের মধ্যে আহসান মঞ্জিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার দিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য শোভিত প্রাসাদের মনোরম অঙ্গন বিস্তৃত। সমগ্র আহসান মঞ্জিলটি দু'টি অংশে বিভক্ত। পূর্বপার্শ্বের গম্বুজযুক্ত অংশকে বলা হয় প্রাসাদ ভবন (রঙমহল) এবং পশ্চিমাংশের আবাসিক প্রকোষ্ঠাদি নিয়ে গঠিত ভবনকে বলা হয় অন্দরমহল। প্রাসাদভবনটি আবার দু'টি সুষম অংশে বিভক্ত। মাঝখানে গোলাকার কক্ষের উপর অষ্টকোণ বিশিষ্ট উঁচু গম্বুজটি অবস্থিত। এর পূর্বাংশে দোতলায় বৈঠকখানা, গ্রন্থাগার, কার্ডরুম ও তিনটি মেহমান কক্ষ এবং পশ্চিমাংশে একটি একটি নাচঘর, হিন্দুস্থানী কক্ষ এবং কয়েকটি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। নিচতলায় পূর্বাংশে আছে ডাইনিং হল, পশ্চিমাংশে বিলিয়ার্ড কক্ষ, দরবার হল ও কোষাগার। প্রাসাদ ভবনের উভয় তলায় উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে প্রসারিত বারান্দা। ইসলামপুর রাস্তার পার্শ্বে নওয়াবদের নির্মিত নহবতখানাটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ায় তা পুন:নির্মিত হয়।

আহসান মঞ্জিলের মডেল, স্বর্ণ রৌপ্য, তারজালিকাজ (সংগ্রহ নং জ-৭০.৫৫০) ১৮৮৮ পূর্ববর্তী

১৯৫২ সালে জমিদারী উচ্ছেদ আইনের আওতায় ঢাকা নওয়াব এস্টেট সরকার অধিগ্রহণ করে। কিন্তু নওয়াব পরিবারের আবাসিক ভবন আহসান মঞ্জিল এবং বাগান বাড়িসমূহ অধিগ্রহণের বাইরে থাকে। কালক্রমে অর্থাভাব ও নওয়াব পরিবারের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার ফলে আহসান মঞ্জিলের রক্ষণাবেক্ষণ দুরূহ হয়ে পড়ে। ১৯৬০'র দশকে এখানে থাকা মূল্যবান দ্রব্যাদি নওয়াব পরিবারের সদস্যরা নিলামে কিনে নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অযত্ন ও অপব্যবহারে আহসান মঞ্জিল ধ্বংসপ্রাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। এমতাবস্থায় ১৯৭৪ সালে নওয়াব পরিবারের উত্তরসূরিগণ আহসান মঞ্জিল নিলামে বিক্রি করে দেয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিক্রির সিদ্ধান্ত বাতিল করে সংস্কারপূর্বক এখানে জাদুঘর ও পর্যটনকেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেন। ১৯৮৫ সালের ৩ নভেম্বর আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন চত্বর সরকার অধিগ্রহণ করার পর সেখানে জাদুঘর স্থাপনের কাজ শুরু হয়।

রঙমহলের ৩১টি কক্ষের ২৩টিতে প্রদর্শনী উপস্থাপন করা হয়েছে। ৯টি কক্ষ লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত এবং মি. ফ্রীৎজ কাপ কর্তৃক ১৯০৪ সালে তোলা আলোকচিত্রের সাথে মিলিয়ে সাজানো হয়েছে। আহসান মঞ্জিলের তোষাখানা ও ক্রোকারিজ কক্ষে থাকা তৈজসপত্র এবং নওয়াব এস্টেটের পুরনো অফিস এডওয়ার্ড হাউস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন সংরক্ষণ করে প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত আলোকচিত্রের সাথে মিলিয়ে বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি এবং সমসাময়িককালের সাদৃশ্যপূর্ণ নিদর্শনাদি ক্রয় ও সংগ্রহ করে গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে এ যাবৎ সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা মোট ৪০৭৭টি।

গ্যালারি পরিচিতি :

গ্যালারি ১ : আহসান মঞ্জিল পরিচিতি (১)

আহসান মঞ্জিলের নিচ তলার পূর্বাংশে অবস্থিত কক্ষটিতে ভবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সংস্কার-পূর্ব ও পরবর্তী আলোকচিত্র ও পেইন্টিং প্রদর্শিত হচ্ছে। এছাড়া আছে তারজালি কাজের তৈরি-এ প্রাসাদের একটি মডেল।

গ্যালারি ২ : আহসান মঞ্জিল পরিচিতি (২)

প্রাসাদ ভবনের সাথে জড়িত উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এর আদি স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, বিবর্তিত রূপ আলোকচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়াও আছে প্রাসাদে ব্যবহৃত কাটগ্লাসের ঝাড়বাতি ও তৈজসপত্রের নমুনা।

গ্যালারি ৩ : প্রাসাদ ডাইনিং রুম

নওয়াবদের আনুষ্ঠানিক ভোজন কক্ষ। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৯০৪ সালে ফ্রিৎজকাপের তোলা আলোকচিত্র অনুযায়ী কক্ষটি সাজানো হয়েছে। এই কক্ষে প্রদর্শিত চেয়ার, টেবিল, ফ্যান ও লাইট ফিটিংসগুলো মূলানুরূপে তৈরি অথবা সংগৃহীত হয়েছে। এখানে প্রদর্শিত বড় বড় আলমারী, আয়না, কাঁচ ও চীনামাটির তৈজসপত্রগুলো প্রায় সবই আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত নওয়াবদের ব্যবহৃত মূল নিদর্শন।

আহসান মঞ্জিলের ডাইনিং হল, ১৯০৪ সালের ছবির সাথে মিলিয়ে সজ্জিত

হাতির মাথার কঙ্কাল, গজদন্তসহ,
আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত
খ্রিস্টীয় উনিশ শতক
সংগ্রহ নং আ-৮৮.৮

গ্যালারি ৪ : গোলঘর (নিচতলা)

আহসান মঞ্জিল প্রাসাদশীর্ষে দৃশ্যমান সুউচ্চ গম্বুজটি এই গোলাকার কক্ষের উপরেই নির্মিত। দক্ষিণ পোর্চের নিচে থেকে বারান্দা পেরিয়ে এই গোলাকার কক্ষ দিয়ে দোতলায় উঠা-নামার জন্য নির্মিত বৃহৎ কাঠের সিঁড়িতে যাওয়া যায়। হাতির মাথার কঙ্কালসহ এ কক্ষে প্রদর্শিত ঢাল-তরবারি, অলংকৃত কাঠের বেড়া ইত্যাদি আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত নওয়াবদের ব্যবহৃত মূল নিদর্শন।

গ্যালারি ৫ : প্রধান সিঁড়ি ঘর (নিচতলা)

বাংলার স্থাপত্যে এরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাঠের সিঁড়ি সাধারণতঃ দেখা যায় না। ১৯০৪ সালে গৃহীত আলোকচিত্র অনুযায়ী সিঁড়িটি সংস্কার সাধন এবং মূলানুরূপ নিদর্শন দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। এখানে প্রদর্শিত বর্শা-বল্লম, ঢাল, তালোয়ারগুলো আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত। নওয়াবদের আমলে এই সিঁড়িকক্ষে স্বর্ণমণ্ডিত একটি ভিজিটর বুক রাখা থাকতো।

গ্যালারি ৬ : আহসানুল্লাহ মেমোরিয়াল হাসপাতাল

নওয়াব আহসানুল্লাহর কন্যা নওয়াবজাদী আখতার বানু বেগম ঢাকার টিকাটুলিতে 'স্যার আহসানুল্লাহ জুবিলী মেমোরিয়াল হসপিটাল' নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৫ সালের ৯ জুলাই বাংলার তৎকালীন গভর্নর হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু ১৯৪০ সালে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। আহসান মঞ্জিল অধিগ্রহণের সময়ে উক্ত হাসপাতালে ব্যবহৃত বেশ কিছু সরঞ্জামাদি ও খাতাপত্র এখানে পাওয়া যায় যার কিছু এই কক্ষে প্রদর্শন করা হয়েছে।

CamScanner

অষ্টকোণ ইটালিয় টেবিল, ধাতব ও কাঠ
আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত, খ্রিস্টীয় উনিশ শতক
সংগ্রহ নং আ-৯০.১৫৩২

অলংকৃত ক্রিস্টাল চেয়ার, আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত
খ্রিস্টীয় উনিশ শতক, সংগ্রহ নং আ-৮৮.১

গ্যালারি ৭ : মুসলিম লীগ কক্ষ

এই বৃহৎ কক্ষটি নওয়াবদের সময় দরবার হল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী পঞ্চায়েত প্রথানুযায়ী নওয়াবগণ এখানে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' এর সাথে এই ভবনটি বিশেষভাবে জড়িত। এই প্রেক্ষিতে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্যালারিতে তুলে ধরা হয়েছে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে শাহবাগের সম্মিলনে আগত সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি বড় তৈলচিত্র এই গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে। নওয়াবদের সময়কার কিছু তৈজসপত্র ও আনুষঙ্গিক নিদর্শন কয়েকটি শোকেসে দেয়াসহ ইটালি থেকে ঢাকার নওয়াবকে উপহার দেয়া একটি সুন্দর অষ্টকোণ টেবিল এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

তৈলচিত্র, নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ

গ্যালারি ৮ : বিলিয়ার্ড কক্ষ

১৯০৪ সালে তোলা আলোকচিত্র অনুযায়ী মূলানুরূপ বিলিয়ার্ড টেবিল, লাইট ফিটিংস, সোফা ইত্যাদি তৈরি করে কক্ষটি সাজানো হয়েছে। দেয়ালে প্রদর্শিত নওয়াবদের আমলের বিভিন্ন জীব-জন্তুর শিংগুলো এডওয়ার্ড হাউস থেকে সংগৃহীত। আউটডোর খেলাধূলার পাশাপাশি ঢাকার নওয়াবগণ ইনডোর খেলারও যে বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রাসাদ অভ্যন্তরে এই কক্ষটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

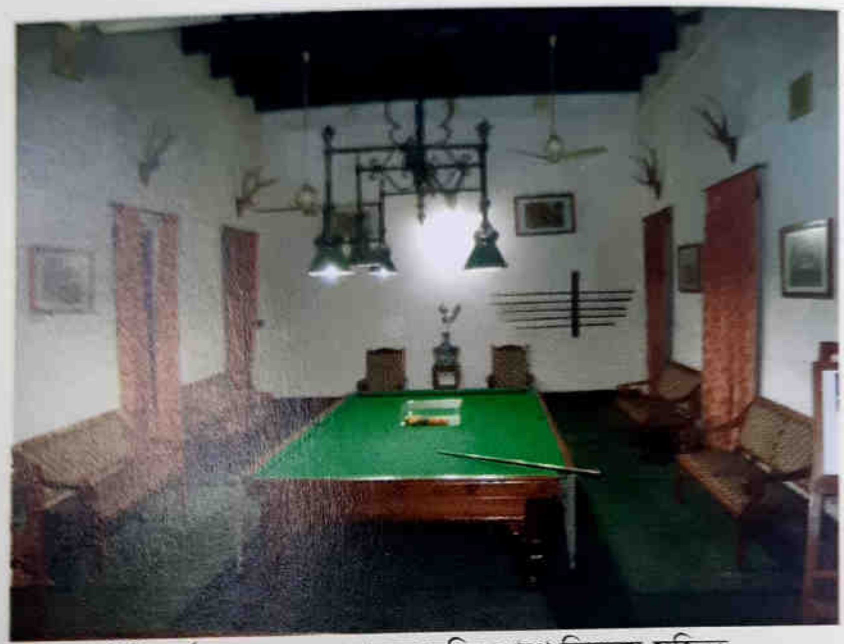

বিলিয়ার্ড কক্ষ, ১৯০৪ সালের ছবির সাথে মিলিয়ে সজ্জিত

গ্যালারি ৯ : সিন্দুক কক্ষ

ঢাকার নওয়াবের কোষাগার হিসেবে ব্যবহৃত কক্ষটিকে তাঁদের প্রাচুর্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সাজানো হয়েছে। বৃহদাকার লোহার সিন্দুকসহ এখানে থাকা সিন্দুক ও কাঠের আলমারিগুলো নওয়াবদের আমলের নিদর্শন।

বৃহদাকার লোহার সিন্দুক
৯৪ লকার বিশিষ্ট
সংগ্রহ নং আ-৯০.১৮৪৪

গ্যালারি ১০ : নওয়াব পরিচিতি

ঢাকার নওয়াব পরিবারের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের পরিচিতি এই গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে। প্রতিকৃতি ও লাইফ সাইজ তৈলচিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া এই গ্যালারীতে ঢাকার নওয়াবদের কাশ্মীরবাসী আদিপুরুষ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বংশধরের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা দেখিয়ে একটি বংশ তালিকা প্রদর্শিত হয়েছে।

গ্যালারি ১০(ক) কোনার সিঁড়ি ঘর

এখানে নিচে এবং উপরে দু'টি কক্ষ ছিল। দর্শক চলাচলের সুবিধার্থে তা ভেঙে কংক্রিটের সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। এখানে থাকা বড় বড় আলমারি ও প্রদর্শিত তৈজসপত্রগুলো নওয়াবদের আমলের নিদর্শন।

গ্যালারি ১১ : প্রতিকৃতি (১)

নানা কাজে ঢাকার খাজা পরিবারের লোকেরা সমসাময়িক কালের যেসব খ্যাতনামা ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদেরকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই এই গ্যালারি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এছাড়া নওয়াবদের সমসাময়িককালে দেশ বরেণ্য রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, ভূস্বামী, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সংস্কারক, কবি, সাহিত্যিকদের প্রতিকৃতি এখানে রাখা হয়েছে।

গ্যালারি ১২ : নওয়াব সলিমুল্লাহ স্মরণে

নওয়াব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুরের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে কক্ষটিকে 'সলিমুল্লাহ স্মরণে' গ্যালারি হিসেবে সাজানো হয়েছে। সলিমুল্লাহর ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র ও তথ্যাদি দ্বারা এই গ্যালারি সাজানো হয়েছে। এছাড়া নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াবদের ব্যক্তিগত/অফিসিয়ালি ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

ফুলদানি, চীনামাটি, আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত, খ্রিস্টীয় উনিশ শতক, সংগ্রহ নং আ-৮৮.৫৪

তৈজসপত্র, চীনামাটি, টি-সেট, নওয়াবদের ব্যবহৃত
সংগ্রহ নং আ-২০০২.২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০

কারি-ডিশ, চীনামাটি, আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত
সংগ্রহ নং আ-৯০.৪৮৯

গ্যালারি ১৩ : প্রতিকৃতি (২)

এই কক্ষ দিয়ে নওয়াব পরিবারের সদস্যগণ আহসান মঞ্জিলের পূর্বাংশের রঙমহল থেকে গ্যাংওয়ের মাধ্যমে পশ্চিমাংশে অন্দরমহলে যাতায়াত করতেন। গ্যালারি নং-১১ এর অনুরূপ নওয়াবদের সমসাময়িক বিশিষ্ট মনীষীদের প্রতিকৃতি দিয়ে এই কক্ষটি সাজানো হয়েছে। এছাড়া এই গ্যালারির শো-কেসে প্রদর্শিত হাতির দাঁতের নিদর্শনগুলো আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত নওয়াব পরিবারের ব্যবহৃত মূল নিদর্শন।

গ্যালারি ১৪ : হিন্দুস্থানী কক্ষ

১৯০৪ সালে ফ্রিৎজ কাপ-এর তোলা আলোকচিত্রে কক্ষটিতে হিন্দুস্থানি রুম বলা হয়েছে। উক্ত আলোকচিত্রের সাথে মিলিয়ে কক্ষটি সাজানোর অপেক্ষায় আছে।

গ্যালারি ১৫ : প্রধান সিঁড়িঘর (দোতলা)

প্রাসাদের নিচতলা থেকে উপর তলায় উঠানামার জন্য তৈরি কাঠের সিঁড়ির উপরাংশের দৃশ্য। ১৯০৪ সালে তোলা আলোকচিত্র অনুযায়ী সিঁড়িটি সংস্কার করা হয়েছে। সিঁড়ির রেলিং-এ ঢালাই লোহার তৈরি আঙ্গুর লতাগুচ্ছ নকশা সম্বলিত বালুস্টারগুলো মূলানুরূপে তৈরি। ছাদে দৃশ্যমান কাঠের অলংকৃত সিলিং নওয়াবদের আমলের মূল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংস্কার করা হয়েছে।

গ্যালারি ১৬ : লাইব্রেরি কক্ষ

কক্ষটি ছিল নওয়াবদের ব্যক্তিগত প্রাসাদ লাইব্রেরি। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের আলোকচিত্র অনুযায়ী কক্ষটি সাজানো হবে। নওয়াবদের ব্যবহৃত আইন, বিচার, উপন্যাস ও ক্রীড়া বিষয়ক দুস্প্রাপ্য গ্রন্থের এক বিশাল সংগ্রহ এখানে রয়েছে।

তৈলচিত্র, ইশরাত মঞ্জিল, নওয়াবদের শাহবাগ বাগানবাড়ি

গ্যালারি ১৭ : কার্ড রুম

ঢাকার নওয়াবদের তাস খেলার কক্ষ। ১৯০৪ সালে তোলা আলোকচিত্রের অনুকরণে মূলানুরূপে সাজানো হবে।

গ্যালারি ১৮ : নওয়াবদের অবদান, ঢাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা

নওয়াবগণ কর্তৃক ঢাকায় পানীয় জল সরবরাহ বিষয়ক নিদর্শন ও তথ্যাদি দিয়ে গ্যালারিটি সাজানো হয়েছে। নওয়াবদের ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে ঢাকায় ফিল্টার করা পানীয় জল ব্যবহারের কোন সুযোগ ছিল না। জনকল্যাণমনা নওয়াব আবদুল গনি আড়াই লাখ টাকা ব্যয়ে ঢাকা শহরে ফিল্টার পানির কল স্থাপন করেন। পানীয় জলের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রকারের যেসব নিদর্শন আহসান মঞ্জিলে এবং এডওয়ার্ড হাউসে পাওয়া গেছে সে সব দিয়ে গ্যালারিটি সাজানো হয়েছে। ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস-এর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি ১৯ : স্টেট বেডরুম

বিশিষ্ট ও রাজকীয় অতিথিদের বিশ্রামের জন্য এ প্রাসাদে স্টেট বেডরুম নির্দিষ্ট থাকতো। এরূপ একটি মাত্র কক্ষের আলোকচিত্র পাওয়া গেছে এবং তার নমুনা প্রদর্শনের জন্য ছবির দৃশ্যানুযায়ী এই কক্ষটি সাজানো হয়েছে। এখানে প্রদর্শিত আসবাবপত্রগুলো মূলানুরূপে নতুনভাবে তৈরি।

গ্যালারি ২০ : নওয়াবদের অবদান, ঢাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

এই কক্ষটিতে নওয়াবগণ কর্তৃক ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রবর্তন বিষয়ক নিদর্শন, তথ্য ও চিত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে। ১৯০১ সালের পূর্বে ঢাকায় কোন বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা ছিল না। সন্ধ্যা নামলে সারা ঢাকা শহর ভুতুড়ে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলতো। নগরবাসীর দুর্দশা লাঘব, ঢাকার সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং আধুনিকায়নের জন্য নওয়াব আহসানুল্লাহ ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঢাকায় প্রথম বিজলী বাতির ব্যবস্থা করেন। দেশে বিদেশে জনকল্যাণমূলক কাজে নওয়াবদের অর্থদানের একটি বিস্তারিত তালিকাও এই কক্ষে প্রদর্শিত হচ্ছে।

পানদান, ধাতব, আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত, সংগ্রহ নং আ-৯০.১৪৯৯

প্রাসাদ ড্রইং রুম, ১৯০৪ সালের ছবির সাথে মিলিয়ে সজ্জিত

গ্যালারি ২১ : প্রাসাদ ড্রইং রুম

প্রাসাদ ড্রইং রুমটি ১৯০৪ সালে তোলা আলোকচিত্র অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। আহসান মঞ্জিলে আগত নওয়াবের বিশেষ অতিথিবৃন্দকে এখানে অভ্যর্থনা জানানো হতো। দোতলায় এই কক্ষটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-এর মেঝেটি কাঠের পাটাতনে তৈরি এবং ছাদে কাঠের তৈরি কারুকার্যময় ভল্টেড সিলিং। সিলিং-এর সাথে লাগানো বৃহৎ বাটির ন্যায় কাটগ্লাসের ঝাড়বাতিগুলো নওয়াবদের সমযকার। তবে অন্যান্য আসবাবপত্র, ঝাড়বাতি ও লাইট ফিটিংসগুলো ছবির সাথে মিলেয়ে তৈরি করা হয়েছে। তৈজসপত্র ও ফুলদানিসহ এখানে প্রদর্শিত নিদর্শনের অধিকাংশই আহসান মঞ্জিল ও এডওয়ার্ড হাউসে প্রাপ্ত নওয়াবদের সময়কালের নিদর্শন।

অলংকৃত চেয়ার, ধাতব, ঢাকার নওয়াবদের ব্যবহৃত
সংগ্রহ নং আ-৮৮.৭

আতরদান, ধাতব, তারজালি কাজ, আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত
সংগ্রহ নং আ-৯০.১৪৯৪

ডবলপ্লেট (হটপ্লেট), চীনামাটি, অলংকরণযুক্ত, সংগ্রহ নং আ-৯০.৪৪৫

গ্যালারি ২২ : গোলঘর (দোতলা)

প্রাসাদের শীর্ষে দৃশ্যমান সুউচ্চ গম্বুজটি এই কক্ষের উপরই নির্মিত। এ কক্ষটিকে কেন্দ্র করে পুরো রঙমহলকে দু'টি সুষম অংশে বিভক্ত করা যায়। এখানে প্রদর্শিত অস্ত্রশস্ত্রগুলো আহসান মঞ্জিলে প্রাপ্ত। দোতলার এই কক্ষটির সম্মুখস্থ বারান্দা থেকেই প্রাসাদের দক্ষিণদিকের বৃহৎ খোলা সিঁড়িটি ধাপে ধাপে বুড়িগঙ্গার পাড়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত মনোরম ও বিস্তৃত অঙ্গনে গিয়ে মিশেছে।

গ্যালারি ২৩ : বলরুম (নাচঘর)

১৯০৪ সালে তোলা আলোকচিত্র অনুযায়ী মূলানুরূপে এ গ্যালারিটি সাজানো হয়েছে। উনিশ শতকে ঢাকা শহরে এত বড় ও জাঁকজমকপূর্ণ নাচঘরের দৃষ্টান্ত

বলরুমে প্রদর্শিত নিদর্শনাদি, রৌপ্য ও ক্রিস্টাল চেয়ার-টেবিল

আর ছিল না। ঢাকার নওয়াবগণ ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার সংস্কৃতির সমঝদার। নওয়াব আবদুল গনি নাচ, গান ও কবিতা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর পুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজেই একজন উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ, বাদক ও কবি ছিলেন। নওয়াবদের মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই কক্ষে একত্রে পাশাপাশি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার নাচ-গানের একশটি কাল্পনিক দৃশ্য বৃহদাকার তৈলচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এখানে প্রদর্শিত সিংহাসন ও ক্রিস্টাল চেয়ার-টেবিলগুলো নওয়াবদের আমলের মূল নিদর্শন। তবে অন্যান্য আসবাবপত্র ও আয়নাগুলো ছবিতে দৃশ্যমান আসবাবপত্রের অনুকরণে তৈরি।

বল রুম (নাচ ঘর) ১৯০৪ সালের ছবির সাথে মিলিয়ে সজ্জিত

জাদুঘরের নিদর্শন সংগ্রহ, প্রদর্শনী সাজানো এবং উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া যা ক্রমাগত চলতেই থাকে, কোন দিন শেষ হয় না। ঢাকার নওয়াবদের স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শনাদি সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। সেই সাথে তাদের কর্মকাণ্ডের নানাবিধ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলছে। জাদুঘরের সংগ্রহেও কিছু নিদর্শন রয়েছে। সেসব দিয়ে ভবিষ্যতে প্রদর্শনী আরো উন্নত ও অর্থবহ করার আশা আছে। বিশেষ করে অন্দর মহলের দোতলার কক্ষগুলোতে নতুনভাবে প্রদর্শনী উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। ঢাকার নওয়াবদের গৃহাভ্যন্তরীণ দৃশ্য দেখানোর পাশাপাশি সেখানে ঢাকার পঞ্চায়েত সরদারদের ইতিহাস ও অবদান এবং নওয়াবগণ কর্তৃক ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তথ্য, উপাত্ত প্রদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য।

CamScanner

এক নজরে আহসান মঞ্জিল

১৭২০	বর্তমান আহসান মঞ্জিল এলাকায় মোগল জমিদার শেখ ইনায়েতউল্লাহর বাগান বাড়ি ছিল।
১৭৪০	ফরাসী বণিকগণ শেখ ইনায়েতউল্লাহ পুত্র মতিউল্লাহর নিকট থেকে কিনে নিয়ে এখানে বাণিজ্য কুঠি তৈরি করেন।
১৭৫৭	পলাশী যুদ্ধের পর উক্ত ফরাসী কুঠিটি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এর পরে তা ফেরত দেয়া হয়।
১৮৩০	খাজা আলীমুল্লাহ ফরাসীদের নিকট থেকে কুঠিবাড়ীটি ক্রয় পূর্বক নিজের বাস ভবনোপযোগী করে সংস্কার করেন।
১৮৫৯	নওয়াব আবদুল গনি ফরাসী কুঠির পূর্ব পার্শ্বে নতুন প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন যা ১৮৬৯ সালে শেষ হয় এবং তিনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নামে এর নামকরণ করেন 'আহসান মঞ্জিল'।
১৮৮৮ ৭ এপ্রিল	প্রবল টর্নেডোর আঘাতে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নওয়াব আহসানুল্লাহ সংস্কার ও উন্নয়ন করেন। এ সময় রংমহলের উপর সুদৃশ্য গম্বুজটি সংযোজন করা হয়।
১৮৯৭ ১২ জুন	ভয়াবহ ভূমিকম্পে আহসান মঞ্জিলের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং নওয়াব আহসানুল্লাহ মেরামত করেন।
১৯০৪ ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি	ভাইসরয় লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে পূর্ববঙ্গ সফরে এসে আহসান মঞ্জিলে নওয়াব সলিমুল্লাহর অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন।
১৯২০ ৩ মার্চ	কেন্দ্রিয় খেলাফত কমিটির নেতা মওলানা শওকত আলী ও মওলানা আব্দুল কালাম আজাদের উপস্থিতিতে নওয়াব হাবিবুল্লাহ আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা করেন।
১৯৫২ ১৪ মার্চ	জমিদারী উচ্ছেদ আইনের আওতায় সরকার ঢাকা নওয়াব এস্টেট অধিগ্রহণ করে। তবে আহসান মঞ্জিলসহ নওয়াবদের বাগানবাড়িগুলো অধিগ্রহণের বাইরে থাকে।
১৯৬০	সংস্কারাভাবে আহসান মঞ্জিল জরাজীর্ণ হয় এবং এখানে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র নওয়াব পরিবারের সদস্যরা নিলামে কিনতে থাকে।
১৯৭৪	নওয়াব পরিবারের উত্তরাধিকারীগণ সংরক্ষণে অপারগ হয়ে আহসান মঞ্জিল নিলামে বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
১৯৭৪ ২ নভেম্বর	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহসান মঞ্জিল নিলামে বিক্রির প্রস্তাব বাতিল করে দেন এবং সংস্কার পূর্বক এখানে জাদুঘর ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন।
১৯৮৫ ৩ নভেম্বর	সরকার সামরিক বিধি নং-৪/১৯৮৫ জারির মাধ্যমে আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন ৫.৬৫ একর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে যার মধ্যে ৪.৯৬ একর জাদুঘরকে দেয়া হয়।

CS CamScanner

এক নজরে আহসান মঞ্জিল

১৯৮৬ ৩ মার্চ	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আহসান মঞ্জিল বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে দেয়। তবে ভবনাদি সংস্কারের কাজ পি.ডব্লিউ.ডি. করবে বলে জানানো হয়।
১৯৯২ ২০ সেপ্টেম্বর	প্রথম পর্যায় উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ শেষে আহসান মঞ্জিল জাদুঘর দর্শকদের জন্য খুলে দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী।
১৯৯৪	প্রথম পর্যায় সংস্কারের পর বিদ্যমান অবকাঠামোগত ত্রুটি বিচ্যুতিমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করে।
১৯৯৮	কমিটির সুপারিশমত ত্রুটিমুক্ত করার জন্য দ্বিতীয় পর্যায় সংস্কার উন্নয়ন কাজে পি.ডব্লিউ.ডি. কে সম্পৃক্ত করা হয়।
২০০৫-২০০৬	দ্বিতীয় পর্যায় উন্নয়ন সংস্কার কাজ শুরু হয় এবং আংশিক কাজ বাকি রেখে ২০০৬ সালে তা শেষ হয়।
২০০৮	অসমাপ্ত কাজ কর্মসূচির মাধ্যমে রাজস্ব খাত থেকে সমাপ্ত করার এবং সংস্কারকৃত কক্ষগুলোতে গ্যালারি চালুর সিদ্ধান্ত।
২০১০ ১৩ নভেম্বর	সংস্কারকৃত গ্যালারি উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ।
গ্যালারি	বর্তমান প্রদর্শনী গ্যালারি সংখ্যা ২৩টি
গ্যালারি সময়সূচি :	**গ্রীষ্মকাল (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) শনিবার-বুধবার** সকাল ১০.৩০ মি: থেকে বিকেল ৫.৩০ মি: শুক্রবার : বিকেল ৩.০০মি. থেকে সন্ধ্যা ৮.০০মি. **শীতকাল (অক্টোবর-মার্চ) শনিবার-বুধবার** সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকেল ৪.৩০ মি: শুক্রবার : বিকেল ২.৩০মি. থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০মি. বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে জাদুঘর বন্ধ থাকে।
টিকিটের মূল্য	প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশী দর্শক : ৫.০০ টাকা বাংলাদেশী শিশু দর্শক : ২.০০ টাকা সার্কভুক্ত দেশীয় দর্শক : ৫.০০ টাকা অন্যান্য বিদেশী দর্শক : ৭৫.০০ টাকা প্রতিবন্ধীদের টিকিট লাগে না।
প্রকাশনা	* জাদুঘর ও প্রদর্শনীর তথ্য সম্বলিত পরিচিতি(পুস্তিকা) * প্রাসাদ ভবন ও প্রদর্শিত নিদর্শনের চিত্র সম্বলিত ভিউকার্ড
শিক্ষা কার্যক্রম ও দর্শক সুবিধা	* পূর্ব থেকে আবেদন করলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে জাদুঘর দেখতে দেয়া হয়। * একজন গাইড লেকচারার দর্শকদের প্রদর্শনী বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নিয়োজিত। * গ্যালারিতে মিষ্টি মধুর সঙ্গীতের সুর বাজানো হয়। * বহিরাঙ্গনে ভাড়ার বিনিময়ে চলচ্চিত্রায়ণ করতে দেয়া হয়।

CamScanner

গ্যালারি পথ নির্দেশ

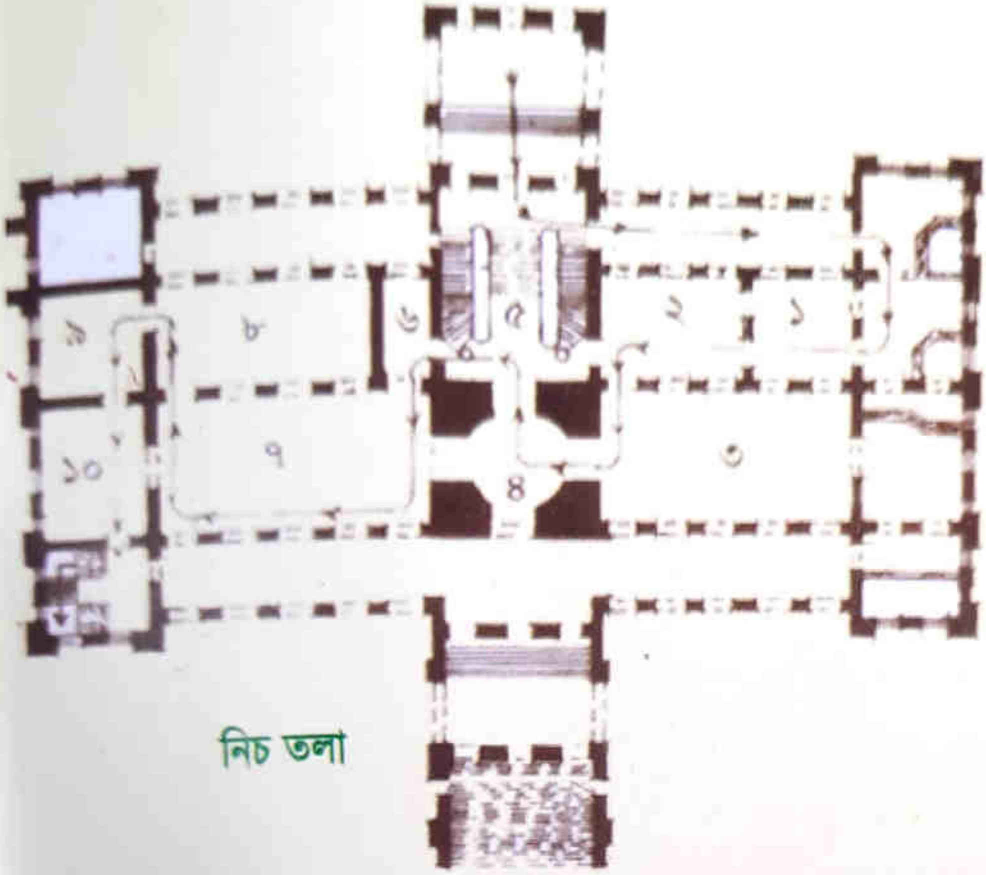

নিচ তলা

দ্বিতীয় তলা

জাদুঘর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক

নওয়াব স্যার খাজা আবদুল গনি কে.সি.এস.আই
(১৮১৩-১৮৯৬)

নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ
(১৮৯৫-১৯৫৮)

নওয়াব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ জি.সি.আই.ই
(১৮৭১-১৯১৫)

নওয়াব স্যার খাজা আহসানুল্লাহ কে.সি.আই.ই
(১৮৪৬-১৯০১)

আনন্দ অভিজ্ঞতার জন্য জাদুঘর পরিদর্শন করুন

CamScanner

অন্দর মহলের গ্যালারি পরিচিতি

গ্যালারি -১: নওয়াবদের জমিদারির দলিল দস্তাবেজ

নওয়াবদের দলিল দস্তাবেদ, মানপত্র ও দাওয়াতপত্র রয়েছে এই গ্যালারিতে।

গ্যালারি - ২: নওয়াবদের পরিবারের খ্যাতনামা পুরুষগণ

নওয়াব পরিবারের খ্যাতনামা পুরুষ সদস্যগণের প্রতিকৃতি এই গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। খাজা আলীমুল্লাহ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য থেকে খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে এ গ্যালারিতে। এছাড়াও এ গ্যালারিতে নওয়াবদের ব্যবহৃত কিছু চিনামাটির নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি - ৩: ঢাকার পঞ্চায়েত সরদারদের ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড

ঢাকার মহল্লাভিত্তিক পঞ্চায়েত সরদারদের প্রতিকৃতি এবং তাঁদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রি প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি নং-৪: নওয়াব পরিবারের খ্যাতনামা নারীগণ

নওয়াব পরিবারের খ্যাতনামা নারীগণের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে এ গ্যালারিতে। এছাড়াও নওয়াব পরিবারের ব্যবহৃত কিছু তৈজসপত্রও প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি -৫: নওয়াবদের যানবাহন ডিওরমা

নওয়াবদের যানবাহন গ্যালারিতে জলযান, মটরযান এবং ঘোড়ার গাড়ির ডিওরমা প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি -৬: নওয়াবদের তৈজসপত্র ও গৃহসজ্জার নিদর্শন

নওয়াব পরিবারের ব্যবহৃত কিছু তৈজসপত্র ও গৃহসজ্জার নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি -৭: নওয়াবদের বাগান বাড়িসমূহ

নওয়াবদের বাগান বাড়িসমূহ, তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান, ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ইত্যাদি বিষয়ক আলোকচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি - ৮: নওয়াবদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা

নওয়াবদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করা হয়েছে এ গ্যালারিতে।

গ্যালারি - ৯: নওয়াবদের কর্মচারী ও তৎকালীন শ্রমজীবী

নওয়াব পরিবারের বিভিন্ন কর্মচারী যেমন- এস্টেট ম্যানেজার, মাহুত, বাইজী, গাড়ি চালক, পরিচ্ছন্নতাকর্মীর তৈলচিত্র/প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে এ গ্যালারিতে। এছাড়াও নওয়াব পরিবারের ব্যবহৃত চিনামাটির তৈজসপত্রও শোকেসে প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি -১০: নওয়াবদের সময়কার উৎসব ও মেলা

নওয়াবদের সময়কার বিভিন্ন উৎসব যেমন - মহররম, মেলা ইত্যাদির আলোকচিত্র এ গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি - ১১: নওয়াবদের শয়নকক্ষের পরিবেশ

নওয়াব পরিবারের শয়কক্ষের পরিবেশ কেমন ছিল তা উপস্থাপন করা হয়েছে এ গ্যালারিতে।

গ্যালারি -১২: নওয়াবদের হাম্মামখানা/বাথরুম

নওয়াব পরিবারের হাম্মামখানার ডিওরমা এ গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।